যুগান্তর

তারিখ: 29 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মেধাবৃত্তি বাড়ছে: মিলবে ইবতেদায়িতেও

যুগান্তর রিপোর্ট

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী শুচি (ছদ্ম নাম)। পঞ্চম শ্রেণীতে সে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে; কিন্তু এরপরও বিগত দেড় বছর তাকে টিউশন ফিসহ সব ধরনের অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে। এ নিয়ে তার বাবা স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে অনেক দেন-দরবার করেছেন, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। নিয়ম হচ্ছে, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে লেখাপড়া করবে। তাদের স্কুলের খরচ দিতে হবে না। বিশেষ করে টিউশন ফি। কিন্তু শুধু ভিকারুননিসাই নয়, সিটি কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিখ্যাত-অখ্যাত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে এ ব্যাপারে অসংখ্য অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার এ ধরনের বিদ্যালয় চিহ্নিত ও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। বৃত্তি পরীক্ষা বিলুপ্ত করে সমাপনী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এতে পরীক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছে টিউশন ফি নেয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সরকার বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা করছে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ৫০ হাজার শিক্ষার্থী ফি বছর বৃত্তি পেয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও জুনিয়র দাখিল স্তরে সারাদেশে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। অর্থ বরাদ্দের ওপর তা নির্ধারিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে হলেও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের এবং মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের বৃত্তির অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তহবিল থেকে ব্যয় করে সরকার। ইবতেদায়ি স্তরে সরকারি তহবিল থেকে কোন বৃত্তি দেয়া হচ্ছে না। তবে মাদ্রাসা বোর্ড নিজস্ব তহবিল থেকে উপজেলা প্রতি ৩টি করে বৃত্তি দিয়ে আসছে।

জানা গেছে, সরকার এ বৃত্তি সংখ্যা বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা করছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভাতেই বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফ না করার ব্যাপারে অভিভাবকদের অভিযোগের বিষয়টি উত্থাপন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জাকরীন নাহার। পরে আরও একজন সদস্য ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের নাম উল্লেখ করেন। সভা সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তর বৃত্তির সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ বা প্রায় ১ লাখ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিকে ট্যালেন্টপুল

বাড়ছে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বাড়ছে : প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বৃত্তি ২৫টির পরিবর্তে ৩৫০টি এবং সাধারণ বৃত্তি ১৫০টির পরিবর্তে ২শ' করার প্রস্তাব করা হয়। এর বাইরে ইবতেদায়িতে বোর্ডের বাইরে মন্ত্রণালয়ের ফান্ড বা সরকারিভাবে বৃত্তি দেয়া ও বৃত্তির সংখ্যা স্কুলের মতোই শিক্ষার্থী সংখ্যার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। বৃত্তি সংখ্যার পাশাপাশি আর্থিক মূল্যমান বাড়ানোর প্রস্তাবও এসেছে এতে। বিশেষ করে প্রাথমিকে ট্যালেন্টপুলের বৃত্তির অর্থ ২শ' টাকার পরিবর্তে ৩শ' আর সাধারণ বৃত্তি ক্ষেত্রে পরিবর্তে ২০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। জানতে চাইলে ওই সভার সভাপতি ও যুগ্ম সচিব এসএ মাহমুদ জানান, বৃত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি, ইবতেদায়িতে সরকারিভাবে প্রবর্তন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। তারা এ ব্যাপারে সবকিছু পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সুপারিশ করবে। তিনি আরও বলেন, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি আদায়ের অভিযোগ তারা পেয়েছেন। এ বিষয়টি নিয়েও সুপারিশ করতে কমিটিকে বলা হয়েছে। কমিটি সূত্র জানায়, বৃত্তির ক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে জনবান্ধব সিদ্ধান্ত আসছে ক্যাডেট কলেজ ও সাধারণ কলেজের ক্ষেত্রে। সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশের যেসব অঞ্চলে ক্যাডেট কলেজ রয়েছে, সেখানে তাদের বাইরে সাধারণ প্রতিষ্ঠানে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই বৃত্তি পেয়ে থাকে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় বিবেচনা করছে। এ ক্ষেত্রে ক্যাডেট কলেজগুলোর জন্য আলাদা কোটা নির্ধারণের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। জানা গেছে, বৃত্তির সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে বৃত্তির নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ, মাউশি, ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিস, ঢাকা বোর্ড এবং মাদ্রাসা বোর্ড কাজ করছে। তাদের সঙ্গে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা এবং তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসাও কাজ করবে বলে জানা গেছে।